আত্মপরিচয়
জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

এই ভোর পাখীদের সাথে ওতপ্রোত
সমস্ত পাখীই একা, দূরত্বে ও গানে
আলোক নিঃশব্দ সহচর ; খুব শীঘ্র
শালিকটি ওড়াওড়ি করে : যেন প্রথম কিরণ,
শুধু কিছু গাঢ় বিষণ্নতা : মৃদু,
অগোচর কৃষ্ণমেঘে ঢেকে যাওয়া পশ্চিম আকাশ
আমি, ও বালকদুটি, সব দেখি। ভোর
পাখী আর আলোকের পথে জেগে ওঠে।

৪

সেখানে ছিল না বেশী গাছ, সবুজের
চিহ্নগুলো ফিকে; একমাত্র স্মৃতি ছিল,
গোঙাত বর্ষায় ; বৃষ্টি মাঝে মাঝে ধীর,
মাঝে মাঝে অত্যন্ত গর্জনে, সারাদিন
অসন্দিগ্ধ ঘেরাটোপ, বজ্র এসে মেশে
আর্দ্র এই মাটির শিকড়ে, বৃক্ষ নয়
শুধু সাংকেতিক গুল্মরাজি, উশকে দিত
স্মৃতি, কিন্তু কোন স্মৃতি সেটা ? আদৌ কি
ছিল কোনো আরণ্য শৈশব ? কৈশোরের
বীজ ? নাকি, মেঘের নিজস্ব ঢাকা আলো
মেঘ থেকে উৎসারিত ভূমি

জোছনা করেছে আড়ি
তনুজ নিয়োগী

কবিতাগুলো পিছল
কিন্তু হাতের ফাঁকে গলে
সময় এবং রোদ্দুর
তাই খানিকটা ফাঁকতালে

তোমার সঙ্গে আড্ডা জমাই
জড়িয়ে থাকি খুব
চাঁদ বললেই চাঁদের আলো
রাত বললেই ডুব—

সাঁতার কাটে ভালবাসা
কূল মেলে না তার
একেকটা ঘর একেকজনের
ঘরের অন্ধকার—

একেকভাবে ছড়িয়ে থাকে
বসন্তে, বর্ষায়
জোছনা শুধু আড়ি করে
গলি দিয়েই যায়

কবিতাগুলো পিছল
এবং চাঁদের আলো তার
বাড়িয়ে দিচ্ছে রাত্তির
আর রাতের অন্ধকার।।